আল্লাহ, ধর্ম ও ধর্মজীবন

মমতাজুর রহমান তরফদার

বাংলার ধর্ম ও ধর্মজীবন

মমতাজুর রহমান তরফদার

উ ৎ স র্গ

বানু তরফদার

সূচিপত্র

ভূমিকা ০৯

বাংলার ধর্ম ১৫
- ধর্মকর্ম ১৫
- ক. লৌকিক দেবদেবী ১৫
- খ. জৈন ধর্ম ১৮
- গ. বৌদ্ধধর্ম ২৩
- বৌদ্ধধর্মের রূপান্তর : বৌদ্ধতন্ত্র ২৪
- বৌদ্ধ দেবদেবী ৩০
- হিন্দুধর্ম ৬৮
- ক. বৈদিক ধর্ম ৬৯
- খ. পৌরাণিক ধর্ম ৭০
- গ. বৈষ্ণব ধর্ম ৭০
- ঘ. শৈব ধর্ম ৭৪
- ঙ. শক্তি ধর্ম ৭৮
- চ. সৌর ধর্ম ৭৮
- ছ. বিবিধ দেবদেবী ৮০
- জ. চণ্ডী : গৌরীপার্বতী ৮১
- মুসলিম আমলে হিন্দুধর্ম ও সমাজ ৮৩
- ইসলাম ৮৬
- শিল্পকলা ও ধর্ম সম্বন্ধে সাধারণ মন্তব্য ৯৮
- তথ্যনির্দেশ ১০৮
- পরিশিষ্ট ১১৮

বাংলার ধর্মজীবন ১২৫
লৌকিক দেবতা ১২৮
ক. ধর্মঠাকুর ১২৮
খ. মনসা ১৩৭
গ. মঙ্গলচণ্ডী ১৪৫
ঘ. শিব ও অন্যান্য দেবতা তাঁদের আর্যীকরণ ১৪৮
ঙ. সত্যনারায়ণ বা সত্যপির ১৫২
নব চর্যাগীতি ও বৌদ্ধ সহজিয়া ধর্মের অবশেষ ১৫৩
বৌদ্ধধর্ম ১৫৯
নাথপন্থ ১৬২
শ্রীচৈতন্য ও বৈষ্ণবধর্ম ১৬৫
বৈষ্ণবধর্মের বিকাশে ষড়গোস্বামীর অবদান ১৮০
নবদ্বীপীয় ঐতিহ্যের কতকগুলি বৈশিষ্ট্য ১৮৮
চৈতন্যের অবতার-সত্তার প্রতি গোস্বামীদের দৃষ্টিভঙ্গি ১৯১
নবদ্বীপীয় ও বৃন্দাবনি ঐতিহ্যের সমন্বয় ১৯৩
বৈষ্ণব আন্দোলনের তাৎপর্য ও প্রভাব ১৯৭
সহজিয়া বৈষ্ণবধর্ম ২০৩
শক্তি দেবতাদের উপাসনা ২১৬
শাক্ত-তান্ত্রিক উপাসনা ও তার প্রভাব ২১৮
লৌকিক দেবতাদের আর্যীকরণ ২৩২
বিভিন্ন সাধনার ঐক্য ২৩৩
ইসলাম ২৩৭
সুফি মতবাদ ২৪২
শিয়া মতবাদ ২৬০
সুফিমত ও সমাজবিবর্তন ২৬২
ইসলামের প্রসার ও হিন্দু সমাজে প্রতিক্রিয়া ২৭০
ধর্মীয় আন্দোলন সম্বন্ধে সাধারণ মন্তব্য ২৭৩
তথ্যনির্দেশ ২৭৭

ভূমিকা

কৃষি সভ্যতা এবং ধর্ম বিশেষভাবে সম্পর্কিত। ভারতবর্ষে কৃষি সভ্যতার বয়স প্রায় নয় হাজার বছর। বোলান গিরিপথের ঠিক নিচে (পাকিস্তানের বালুচিস্তানের) মেহরগড়ে একদল মানুষ বসতি গড়ে তুলে কৃষি সভ্যতার সূচনা করে। সেই হিসেবে ভারতবর্ষে ধর্মজীবন নয় হাজার বছরের বেশি নয়। বাংলায় ধর্মজীবনের সূচনা আরও পরে। বাংলায় লোকজ ধর্ম এবং প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মের মিথস্ক্রিয়ায় প্রতিষ্ঠা পায় বাঙালির ধর্মজীবন। বহু জাতি উপজাতি গোষ্ঠী ক্ষুদ্র-নৃগোষ্ঠীর সমন্বয়ে হাজার বছরের বাঙালি জাতি গড়ে উঠেছে।

হাজার বছরে বাংলাদেশে বহু মত ও পথের পরিবর্তন হয়েছে। বাঙালির ধর্মজীবন বিচ্ছিন্ন কিছু নয়। বাংলাদেশে অসংখ্য দেব-দেবীর পূজা হতো। দেব-দেবীগুলো কখনো এক থাকেনি। তাদের রূপান্তর হয়েছে। পুরাতন দেবতার আসনে শ্রদ্ধার্ঘ্য পেয়েছে নতুন দেবতা। কোনো দেবদেবী অধিক মাত্রায় প্রাধান্য পেয়েছে আবার কোনো দেবতা হয়েছে ম্রিয়মান।

গুপ্ত পরবর্তী সময়ে হিন্দু ধর্মের বৈদিক উপাদানের চেয়ে পৌরাণিক উপকরণসমূহ বেশি প্রাধান্য পেয়েছে। বৌদ্ধ শাসকেরাও বৈদিক ও পৌরাণিক হিন্দু ধর্মকে পৃষ্ঠপোষকতা করতেন। দেব-দেবীর মধ্যে অধিকাংশই ছিলো জাদুশক্তি ও প্রজনন শক্তির প্রতীক। প্রাচীন বাংলায়, শষ্য উৎপাদন ও প্রজনন ছিল অভিন্ন।

জৈন, বৌদ্ধ, ইসলাম বাংলার মাটি থেকে উদ্ভূত নয়। জৈন তীর্থকর ঋষভদেভ, অজিতনাথ, সম্ভবনাথ, অভিনন্দননাথ, সুমতিস্বামী, পদ্মপ্রভ, সুপার্শ্বনাথ, চন্দ্রভ্রভ, সুবিধিনাথপুষ্প, শীতলনাথ, শ্রেয়াংশনাথ, বাসুপূজ্য, বিমলনাথ, অনন্তনাথ, ধর্মনাথ, শান্তিনাথ, কুন্থুনাথ, অরনাথ, সল্লিনাথ, মুনিসুব্রতস্বামী, নমিনাথ, অরিষ্টনেমি পার্শনাথ ও বর্ধ্মান স্বামী মহাবীর এই চব্বিশজন তীর্থঙ্করের কেউ বাঙালি ছিলেন না। গৌতম বুদ্ধের জন্ম নেপালে। সেমিটিক রিলিজিয়নের উদ্ভব বাংলায় নয়। পালদের পিতৃভূমি ছিলো বরেন্দ্র। সেনেরা বহিরাগত। কর্ণাটক থেকে আগত 'ব্রহ্মক্ষত্র' সেনগণ ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রের ভিত্তিতে রাষ্ট্র ও সমাজ ব্যবস্থা নির্মাণে প্রয়াসী ছিলেন। মহাযান বৌদ্ধ ধর্মের বিবর্তিত রূপ মন্ত্রযান, বজ্রযান, সহজযান, কালচক্রযানের নানা রূপান্তর বাংলাদেশে বিকশিত হয়েছে ভিন্ন ভিন্ন নাম নিয়ে।

শৈব, শাক্ত, বৈষ্ণব, বাউল বাংলাদেশের মাটিতে উদ্ভব ও বিকশিত হয়েছে। ওয়াহাবি ফরাজিরাও এদেশ-জাত নয়। সুফি সাধকদের সঙ্গে ত্রয়োদশ শতকে বিজয়ের বেশে ইসলাম এদেশে প্রবেশ করে। সুফিবাদের সঙ্গে বৈষ্ণব বাউলের সমন্বয়ে বঙ্গীয় সুফিবাদের সৃষ্টি হয়। মমতাজুর রহমান তরফদার মনে করেন বাংলাদেশে ইসলামের প্রচার ও প্রসারের ক্ষেত্রে, 'রাজ্যজয়ের সাথে সাথে ইসলাম প্রচারের ক্ষেত্রে বোধ হয় প্রত্যক্ষ ভূমিকা ছিলো তথাকথিত সৈনিক সুফিদের'।

বাঙালির মানস জগতে বৈদিক ধর্মের চেয়ে পৌরাণিক ধর্মের ব্যাপকতা বেশি। পাল-সেন-চন্দ্র-বর্মণ যুগের লিপিমালায় পুরাণ, রামায়ন, মহাভারতের প্রভাব অনেক বেশি। নওগাঁ জেলার সোমপুর মহাবিহারের পোড়ামাটির ফলকগুলোতে পৌরাণিক কাহিনীর জনপ্রিয়তা লক্ষণীয়। বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চল থেকে পাওয়া প্রতিমা শিল্প থেকে অনুমান করা হয়, এদেশে অনেকগুলো ধর্মীয় সম্প্রদায়ের

উদ্ভব ঘটেছিল। পনের-ষোলো শতকে বাংলায় তান্ত্রিক প্রভাব বৃদ্ধি পায়। হিন্দুতন্ত্রের সঙ্গে বৌদ্ধ-তান্ত্রিক সংস্কৃতির মিলন বাংলায় আগে থেকেই ছিল। রক্ষণশীল ব্রাহ্মণ্য সমাজের সঙ্গে তান্ত্রিক এবং বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মতবিরোধ, মতদ্বৈততা সংঘাতের পর্যায়ে নিয়ে গিয়েছিল। ধর্মে ধর্মে দ্বন্দ্ব-সংঘাত সমন্বয়ের মধ্যে দিয়ে বাঙালির হাজার বছরের সংস্কৃতি গড়ে উঠেছে। বাঙালি ধারণ করেছে-গ্রহণ করেছে-বর্জনও করেছে — কিন্তু বাঙালির স্বরূপ কখনোই পরিত্যক্ত হয়নি।

মমতাজুর রহমান তরফদারের লেখার মৌলিকতা নিয়ে প্রশ্ন উঠেনা। গবেষণার ক্ষেত্রে তিনি সবসময়ই নতুন দিক নির্দেশনা দিয়েছেন। তাঁর রচিত গ্রন্থ ও প্রবন্ধগুলো বাংলা ভাষাকে সমৃদ্ধ করেছে। জ্ঞানতাত্ত্বিক জগতে তিনি নতুন ভাবনার সঞ্চার করেছেন সবসময়। বাংলার ধর্ম জীবন এবং বাংলার ধর্মীয় জীবন মমতাজুর রহমান তরফদারের দুটি গবেষণামূলক প্রবন্ধ আনিসুজ্জামান সম্পাদিত বাংলা একাডেমি থেকে প্রকাশিত *বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস* গ্রন্থের প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ডে স্থান পেয়েছে। *বাংলা সাহিতের ইতিহাস* গ্রন্থের সম্পাদনা পরিষদে আহমদ শরীফ, কাজী দীন মুহম্মদ, মুস্তাফা নূরউল ইসলামের সঙ্গে মমতাজুর রহমান তরফদারের নাম রয়েছে। তার লিখিত বাংলার ধর্মজীবন ও বাংলার ধর্মীয় জীবন নিয়ে পৃথক গ্রন্থ প্রকাশের দাবি রাখে।

তরুণ শিক্ষার্থী, গবেষক ও মননশীল পাঠকের সামনে *গ্রন্থিক প্রকাশন* মমতাজুর রহমান তরফদারের দুটি প্রবন্ধ একত্রে গ্রন্থাকারে প্রকাশের উদ্যোগ নিয়ে মহতি দায়িত্ব পালন করেছেন। *গ্রন্থিক প্রকাশন*-এর স্বত্বাধিকারী রাজ্জাক রুবেল-কে ধন্যবাদ জানাই।

ড. মো. আনিসুজ্জামান
প্রফেসর, দর্শন বিভাগ
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

বাংলার ধর্ম

আলোচ্য যুগের শিল্পকর্মমাত্রই অনুপ্রেরণা পেয়েছে ধর্মীয় জীবন থেকে। শুধু সৌন্দর্য- সৃষ্টির জন্য ভাস্কর মূর্তি গড়তেন না, চিত্রকর ছবি আঁকতেন না। মূর্তিগুলি তৈরি হতো পূজার্চনার উদ্দেশ্যে। আমরা দেখেছি যে চিত্রাঙ্কনের সঙ্গেও বৌদ্ধ-তান্ত্রিকদের অধ্যাত্ম- সাধনার সম্পর্ক ছিল। ধর্মীয় বিধিনিষেধ, শিল্পশাস্ত্রের রীতিনীতি, রাজপুরুষ বা সামন্তদের রুচি ও নির্দেশ এবং প্রচলিত শৈল্পিক আদর্শ ও ঐতিহ্য শিল্পকর্মের সামগ্রিকতাকে নিয়ন্ত্রণ করত। তবে সমগ্র শিল্পজগতের বাতাবরণ ছিল মূলত ধর্মীয়।

ধর্মকর্ম

ক. লৌকিক দেবদেবী

যে-সকল মূর্তি সাম্প্রতিককাল পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয়েছে, তার বেশির ভাগই শাস্ত্রসম্মত জৈন, বৌদ্ধ ও হিন্দু দেবদেবীর মূর্তি। তুলনামূলকভাবে লৌকিক দেবদেবীর মূর্তি কম। এই অনুমান খুবই স্বাভাবিক যে, পাল-সেন-চন্দ্র-বর্মণ আমলের শাসকগণ ও বিত্তশালী সম্প্রদায় শাস্ত্রীয় দেবদেবীর মূর্তিনির্মাণের কাজকে পোষকতা দিতেন বেশি। এইসব দেবদেবীর পূজাও ছিল তাঁদের মধ্যে অত্যন্ত ব্যাপক। শাস্ত্রীয় দেবদেবীর প্রাধান্যের ভিতর দিয়ে বোধহয় আর্য সংস্কৃতির প্রভাবই প্রতিষ্ঠিত হচ্ছিল। এই তথাকথিত শাস্ত্রীয় দেবদেবীর

বৈশিষ্ট্যগুলির বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, তাঁদের মধ্যেকার অনেকেরই রূপকল্পনায় বহু দেশি-বিদেশি, আর্য-অনার্য এবং সংস্কৃত-লোকজ উপাদানের সমন্বয় ঘটেছে।

দেশের প্রায় সর্বত্র অসংখ্য লৌকিক দেবদেবীর পূজা হতো। এইসব দেবদেবীর মধ্যে অনেকেই ছিলেন জাদুশক্তি ও প্রজনন-শক্তির প্রতীক। সাধারণ লোকজন তাঁদের আশ্রয় নিত সন্তানকামনায় এবং ফসল উৎপাদনের আশায়। বেড়াচাঁপার অন্তর্গত চন্দ্রকেতুগড়ে প্রাপ্ত খ্রিষ্টীয় দ্বিতীয় তৃতীয় শতক থেকে চতুর্থ-পঞ্চম শতকের মধ্যে তৈরি কতকগুলি মৃৎফলকে বিভিন্ন ভঙ্গিতে নরনারীর মৈথুন-ক্রিয়া বিষয়বস্তুরূপে উৎকীর্ণ হয়েছে। কয়েকটি ফলকে দেখা যাচ্ছে ঈষৎ লীলায়িত ভঙ্গিতে দণ্ডায়মান নারীর ডান হাত থেকে ঝুলন্ত মাছ। মাছ প্রজনন-শক্তির প্রতীক। প্রজনন শক্তির প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ রূপ হিসাবে এই ফলকগুলির বোধহয় মাঙ্গলিক প্রতীকত্ব ছিল।[১]

মনসা লৌকিক দেবদেবীর অন্যতম। পাল-সেন আমলের কয়েকটি মূর্তি এবং মুসলিম আমলের কিছুসংখ্যক মঙ্গলকাব্য মনসা পূজার ব্যাপকতা সম্বন্ধে প্রমাণ দিচ্ছে। সাপ প্রজনন-শক্তির প্রতীক। কৌম সমাজে প্রজনন শক্তির পূজা থেকেই সর্পদেবী মনসার পূজার সূচনা। কালক্রমে এই অনার্য দেবী ব্রাহ্মণ্য সমাজে স্বীকৃতি পেয়েছিলেন। জাঙ্গুলী মনসারই বৌদ্ধ প্রতিরূপ। এই দেবী শবরদের কৌম থেকে আগত। বজ্রযানী বৌদ্ধ দেবী পর্ণশবরীও শবরদের সঙ্গে সম্পর্কিত। ধ্যানমন্ত্রে বলা হয়েছে, তিনি ডাকিনী-পিশাচী-মারী সংহারিকা। ষষ্ঠী ও হারিতী যথাক্রমে ব্রাহ্মণ্য ও বৌদ্ধ দেবী হলেও উভয়ের মূল উৎস রয়েছে প্রজনন শক্তিতে এবং মারী-নিবারক জাদুশক্তির প্রতি বিশ্বাসে। সূর্যপুত্র রেবন্ত আদিতে ছিলেন নিষাদ কোমের দেবতা। তাঁর বাহন অশ্ব। এই বাহন-সূত্রেই তিনি পরবর্তীকালে সূর্যের সম্পর্কিত হয়ে ব্রাহ্মণ্য ধর্মে স্থান পেয়েছিলেন।